যুগান্তর

তারিখ ... 18 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২ .....

# পাঠ্যপুস্তকের কাগজ কেনার নামে সাড়ে ৪ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক স্তরের আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সুবিধাভোগী চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কয়েকজন কর্মকর্তার যোগসাজশে পাঠ্যবই প্রকাশের কাগজ ক্রয়ের নামে চক্রটি সরকারের সাড়ে চার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার নীলনকশা নিয়ে এগুচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে তারা পছন্দের এক প্রতিষ্ঠানকে কাগজ ক্রয়ের কাজ পাইয়ে দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। বিষয়টি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)

চেষ্টা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

## চেষ্টা : হাতিয়ে নেয়ার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পর বিষয়টি ফয়সালার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে ঘাপটি মেরে থেকে সুবিধাভোগী চক্রেরই কয়েকজন সদস্যের মাধ্যমে এনসিটিবির ওপর চাপপ্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ ফারুকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ কাজে এনসিটিবির কিছুই করণীয় নেই। এনসিটিবির কথা অধিদফতরকে জানানো হয়েছে। এখন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষয়টি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক রতন কুমার রায় এনসিটিবির কয়েক কোটি টাকা অপচয় প্রসঙ্গে বলেন, এটা বিশ্বব্যাংকের ব্যাপার। বিশ্বব্যাংকের শর্ত পূরণ না হলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কিছু করণীয় থাকে না। 'মাইনর ডেভিয়েশন' ধরে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দেয়া সম্পর্কে বলেন, বিশ্বব্যাংকের শর্ত পূরণ না করায় সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া যাচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ এর আওতায় এনসিটিবি ২০০৮ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের বই তৈরির কাগজ সরবরাহের জন্য গত বছরের ২১ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রস্তাব আহ্বান করে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা এনসিটিবি। এতে ৬ হাজার ৫শ' মেট্রিক টন প্রিন্টিং পেপার এবং ৫৬৫ মেট্রিক টন কার্টিজ পেপার ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণা ট্রেডার্স প্রতি মেট্রিক টন প্রিন্টিং পেপার ৭৭৬ মার্কিন ডলার ও কার্টিজ পেপার ৭৯০ মার্কিন ডলার দর দেয়। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাথিয়া পেপার মিলস, যার দর ছিল ৮২৫ মার্কিন ডলার। কিন্তু তাদের জামানতে ত্রুটি দেখিয়ে দর বাতিল করে দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশনকে কাজ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। দেখা যায়, হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন প্রতি টন ৮৩০ দশমিক ৯৮ ডলার দর উল্লেখ করে। এতে কৃষ্ণা ট্রেডার্সের দরের চেয়ে হিন্দুস্তানের প্রতি মেট্রিক টন প্রিন্টিং পেপারে ৬৩ ডলার এবং কার্টিজ পেপারে ৪০ ডলার বেশি। সে হিসাবে হিন্দুস্তানের দরপত্রে ৬ হাজার ৫শ' টন প্রিন্টিং পেপার এবং ৫৬৫ টন কার্টিজ পেপারে ৩ কোটি ৪ লাখ ১ হাজার ১৩০ টাকা বেশি, যা ১০ শতাংশ ভ্যাটসহ প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা।

টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী ৫টি প্রতিষ্ঠানের একটিও শর্তানুযায়ী প্রথমে 'রেসপনসিভ' বিবেচিত হয়নি। অভিজ্ঞতার বিষয়ে কৃষ্ণা ট্রেডার্সকে ডিসকোয়ালিফাই এবং হিন্দুস্তান পেপারকে একটি প্যাকেটে ডেলিভারি শর্ট থাকায় 'ননরেসপনসিভ' করে। অন্য প্যাকেটগুলোতে হিন্দুস্তানের দর 'এস্টিমেট কস্ট'-এর বেশি হওয়ায় দর গ্রহণের সুপারিশ না করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কথা বলেন। তবে টেন্ডার কমিটি 'নেগোসিয়েশনের' মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া যায় বলে সুপারিশ করে। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা হয় কৃষ্ণা ট্রেডার্স। তাছাড়া কৃষ্ণা ট্রেডার্স বিগত তিন বছর ধরে এনসিটিবির কাগজ সরবরাহের কাজ করে আসছে। পরে টেন্ডার কমিটি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা যাচাই করতে ৫ মার্চ লিখিত অনুরোধে দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনকে কৃষ্ণা ট্রেডার্সের প্রোডাকশন ও সাপ্লাই ক্যাপাসিটি জানতে চায়। ২১ এপ্রিল দিল্লি হাইকমিশন সুপারিশে জানায়, কৃষ্ণা ট্রেডার্সের এক নম্বর মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংস্কারের জন্য মেশিনটি কিছুদিন বন্ধ থাকলেও বিগত তিন বছর উৎপাদনে রয়েছে। এ আলোকে ১৫ এপ্রিল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সভায় অভিজ্ঞতার বিষয়টি 'মাইনর ডেভিয়েশন' হিসেবে বিবেচনা করে কৃষ্ণা ট্রেডার্সের দরপত্র গ্রহণের জন্য এনসিটিবি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বরাবর সুপারিশ করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ১৮ এপ্রিল প্রেরিত এক চিঠিতে বোর্ডের সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে হিন্দুস্তান পেপারের উচ্চতর দরপত্রটি গ্রহণে পুনর্মূল্যায়ন করে টেন্ডার কমিটিকে সুপারিশের জন্য চিঠি দেয়।